১০-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে কর্মযোগী, কর্ম করতে করতে বাবার স্মরণে থাকো স্মরণে থাকলে কোনো রকম বিকর্ম হবে না"

প্রশ্নঃ- বাবার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ না লাগবার একটি কারণ আছে -- সেইটি কি ?

উত্তর :- লোভ। কোনো বিনাশী বস্তুর প্রতি লোভ থাকলে, খাওয়া বা পরার শখ থাকলে বুদ্ধি বাবার সঙ্গে যুক্ত হবেনা তাই বাবা নিয়মবিধি বলে দিচ্ছেন বাচ্চারা লোভ রাখো -- বেহদের বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করার। বাকি কোনো জিনিসে লোভ রেখ না । না হলে যে জিনিসে বেশি টান থাকবে শেষ সময়ে সেই জিনিসের কথা মনে পড়বে আর পদমর্যাদা কম হয়ে যাবে ।

গান : - জাগো সজনী জাগো, নতুন যুগ এলো বলে ...

ওমশান্তি। এখন এই কথা তো বাচ্চারা জানে সম্পূর্ণ দুনিয়া বলে আমরা সবাই ভাই ভাই। উই আর অল ব্রাদার্স। কিন্তু কেন তাদের এই কথাটি বুদ্ধিতে আসেনা যে আমরা বাবার সন্তান। তিনি রচয়িতা , আমরা রচনা। পশুরা বলবেনা আমরা ব্রাদার্স। মানুষই বোঝে এবং বলে যে আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স। রচয়িতা পিতা একমাত্র বাবা। তাঁকেই বলা হয় পরম পিতা পরমাত্মা। বোনকে ভাই বলা হবে এমন হতে পারেনা। যখন সবাই নিজেদের আত্মা ভাবে তখন বলা হয় আমরা সবাই ভাই। আত্মা ছাড়া কিছু হতে পারেনা। এক পিতার এত দৈহিক সন্তান হওয়া সম্ভব নয়। এখন তোমরা খুব ভালো করে জানো যে আমরা সবাই ভাই ভাই। বাবা বসে সন্তানদের পড়ান। ভগবানুবাচ -- হে বাচ্চারা, অর্থাৎ অনেককে পড়ান তাইনা। শুধু এমন বলবেন না হে অর্জুন , একজনের নাম নেবেন না । সবাইকে পড়ান। স্কুলে মাস্টার বলে -- যে বাচ্চারা, ভালো ভাবে পড়ো। সবাই তো ছাত্র। কিন্তু শিক্ষক গুরুজন তাই ছাত্রদের বাচ্চারা বাচ্চারা বলে। সেখানে কেউ নিজেকে আত্মা তো ভাবে না । সেখানে দৈহিক সম্পর্ক-ই থাকে। যেমন গান্ধীকে বাপু বলা হয়েছে। মেয়র-কেও ফাদার বলা হয়। এমন নাম তো অনেককেই দেওয়া হয়। এখানে তোমরা জানো আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। তো ভাইদের পিতা নিশ্চয়ই থাকবে। সব আত্মারা জানে উনি হলেন আমাদের পিতা যাঁকে গডফাদার বলে। আত্মা বলে আমাদের গডফাদার। লৌকিক ফাদারকে গড বলা হবে না । তোমরা জানো আমরা আত্মা। বাবা আমাদের পড়াতে এসেছেন অর্থাৎ পতিতদের পবিত্র করতে এসেছেন। আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়ার মালিক করেন। এই কথা কেউ জানেনা। এখানে তোমরা বাচ্চারা সব জানা সত্ত্বেও কর্ম করার সময়ে ভুলে যাও। স্মরণে থাকো তাহলেই বিকর্ম হবে না । তুমি তো কর্মযোগী । সন্ন্যাসীদের হল কর্ম সন্ন্যাস। শুধু ব্রহ্ম তত্বের সঙ্গে যোগ লাগায়। কিন্তু সারা দিন যোগ লাগানো তো অসম্ভব। ব্রহ্মে ফিরে যাওয়ার জন্যে যোগ লাগায়। ভাবে ব্রহ্মকে স্মরণ করলে আমরা ব্রহ্মে লীন হব। কিন্তু সারা দিন ব্রহ্মকে স্মরণ করতে পারে না এবং সেই স্মরণে বিকর্ম বিনাশও হয়না। গায়ন আছে 'পতিত পাবন...' । উনি তো হলেন পিতা। এমন তো বলা হবেনা পতিত পাবন ব্রহ্ম অথবা পতিত পাবন তত্ব। সবাই বাবাকেই পতিত পাবন বলে। ব্রহ্মকে কেউ ফাদার বলে না । না-ই কেউ ব্রহ্মের তপস্যা করে। শিবের তপস্যা করে। শিবের মন্দিরও আছে। তত্বের মন্দির হতে পারে কি ? ব্রহ্মে ডিম্বাকারে আত্মারা বাস

করে তাই শাস্ত্রে ব্রহ্মান্ড বলা হয়েছে। এই রকম কোনো নাম নেই। সেটা হল বাসস্থান, যেমন আকাশ তত্বে কত সাকারী মানুষ থাকে সেখানে তেমনই আত্মারা থাকে।

বাচ্চারা তোমরা জানো বাবার কাছে আমরা ড্রামার আদি মধ্যে অন্তের জ্ঞান প্রাপ্ত করে সম্পূর্ণ রহস্য জেনে , সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ বুঝে মাস্টার বীজ রূপে পরিণত হই। পরম পিতা পরমাত্মাতে সমগ্র জ্ঞান ভরা আছে, আমরা ওঁনার সন্তান। তিনি বসে বোঝান। এই কল্প বৃক্ষের উৎপত্তি, পালন ও সংহার কিভাবে হয়। উৎপত্তি বললে যেন নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি করা হয়। স্থাপনা শব্দটি সঠিক। ব্রহ্মা দ্বারা পতিতদের পবিত্র করেন। পতিত পাবন শব্দটি অবশ্যই চাই। সত্যযুগে সবাই সদগতিতে থাকে, কলিযুগে সবাই দুর্গতিতে আছে। কেন, কিভাবে দুর্গতি হয়েছে ? সেসব কেউ জানে না। গায়নও আছে সর্বের সদগতিদাতা হলেন এক। আত্মা জানে -- এইসব হল খেলা। বাবার মহিমা গান করে "সদা শিব" । সুখ দাতা শিব , গায়নও আছে দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। ভারতে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন তো নেই। লক্ষ্মী নারায়ণকে ভগবতী ভগবান বলা হয় , তাঁদের রাজত্ব কে স্থাপন করেছে ? ভগবান হলেন নিরাকার, ওঁনার কাছে আত্মারা বর্সা প্রাপ্ত করে। আত্মারাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে নীচে নেমেছে। দুর্গতি প্রাপ্ত করেছে। এই সব কথা বোঝাতে হবে, পরমাত্মা সর্ব ব্যাপী নয়। তিনি পিতা হলেন সদগতি দাতা , আমরা সবাই হলাম ভাই ভাই, পিতা নই। এমন বলা হয়না -- ফাদার ব্রাদারের রূপ ধারণ করেছে। না, তাই প্রথমে বলো যে পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ আছে ? লৌকিক সম্বন্ধ তো সবাই জানে। আত্মাদের হল নিরাকার পিতা। তাঁকেই হেভেনলী গড ফাদার বলে। ফাদার নিশ্চয়ই নতুন রচনার মালিক করবেন। এখন আমরা মালিক নই। আমরা সুখী ছিলাম। দুঃখী কে করেছে ? এই কথা জানেনা। অর্ধকল্প রাবণের রাজত্ব চলেছে তবেই ভারতের এই অবস্থা হয়েছে। ভারত পরম পিতা পরমাত্মার জন্মস্থল। ভারতে ভগবান এসেছেন। নিশ্চয়ই স্বর্গের স্থাপনা করেছেন। শিব জয়ন্তীও পালন হয়। তোমরা লিখতেও পারো -- আমরা অমুক জন্মদিন পালন করছি। তখন মানুষের আশ্চর্য হবে , এরা কি বলছে ? অভিনন্দন জানাও। বলো আমরা পতিত পাবন , সদগতি দাতা পরম পিতা পরমাত্মা শিবের জয়ন্তী পালন করছি। সেই দিন খুব জাঁকজমক করা উচিত। সর্বের সদগতি দাতার জয়ন্তী কোনো কম কথা ? বিমানের সাহায্যে বড় বড় শহরে প্রচার পত্রিকা বিতরণ করা উচিত। তাহলে খবরের কাগজেও বেরোবে। সুন্দর কার্ড তৈরি করা উচিত। অতিপ্রিয় স্নেহের বাবার মহিমা লেখা উচিত। ভারতকে আবার স্বর্গে পরিণত করতে এসেছেন। সেই বাবা-ই রাজ যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন। বর্সাও উনি-ই দেন। খুব আড়ম্বর যুক্ত শিব জয়ন্তী কার্ড ছাপানো উচিত। প্লাস্টিকের কার্ডও ছাপানো যায়। কিন্তু এখনও মানুষ ক্ষুদ্র বুদ্ধির। রাজা রানী তো কোটিতে কেউ হবে। বাকি যারা অমনোযোগী হবে তারা প্রজা হবে। মালা হল ১০৮ - এর , বাকি প্রজা তো অনেক হবে। এমন নয় আমরা তো অমনোযোগী, খুব ভালো পুরুষার্থ করা উচিত। বাবা অনেক বোঝান কিন্তু খুব মুশকিলে সেসব কার্যে পরিণত হয়। এখানে নিজেদের আল্লার সন্তান ভাবে , বাইরে গেলে মায়া বুদ্ধিহীন করে দেয় , মায়া এতই কঠিন। রাজত্ব গ্রহণকারী খুব কম থাকে। চন্দ্রবংশী-দের ফেল বলা হবে। তোমরা সবার পড়াশোনা ও পদমর্যাদা কে জানো। দুনিয়ায় রামচন্দ্রের পদ আছে সেকি কেউ জানে ? বাবা ভালোভাবে বোঝান। কিভাবে আমরা শিব জয়ন্তীর জন্যে ফার্স্টক্লাস নিমন্ত্রণ পত্র তৈরি করব যে মানুষ বিস্মিত হয়ে যাবে। বিচার সাগর মন্থন গায়ন আছে। শিববাবাকে বিচার সাগর মন্থন থোড়াই করতে হবে। এইসব তো বাচ্চাদের কাজ। বাবা পরামর্শ দেন -- বুদ্ধিতে থাকা সত্ত্বেও যদি কাজে

না লাগে তবে বাবা তাদের আনাড়ি বলেন। বাচ্চারা জানে পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর মালিক করছেন। শঙ্কর দ্বারা বিনাশ হবে। ত্রিমুর্তি উপরে অবস্থিত আছে।

তোমরা সবাই হলে পান্ডা যারা রুহানী যাত্রা শেখায়। তোমরাও লিখতে পারো -- সত্যমেব জয়তে ... সত্য বাবা আমাদের বিজয় লাভ করা শেখাচ্ছেন বা বিজয় প্রাপ্ত করাচ্ছেন। কেউ আপত্তি করলে তাকে বোঝানো উচিত। বাবা ভাবছেন শিব জয়ন্তী কিভাবে পালন করা উচিত। গীতার ভগবান শিব , কৃষ্ণ নয় -- এইটি খুব প্রচার করতে হবে। তিনি হলেন রচয়িতা , উনি রচনা। বরসা কার কাছে প্রাপ্ত হবে ? শ্রীকৃষ্ণ হলেন প্রথম রচনা। দেখানো হয়েছে সাগরে শিশু কৃষ্ণ অশ্বত্থ পাতায় ভেসে আসেন। এ হল গর্ভ মহলের কথা। স্বর্গে গর্ভ মহলে মজা থাকে। এখানে গর্ভ জেলে কষ্ট ভোগ করে। সত্যযুগে গর্ভ মহল , কলিযুগে গর্ভ জেল হয়। কৃষ্ণের চিত্র কতই সুন্দর। নরককে লাথি মারছেন। কৃষ্ণের ৮৪ জন্মও লেখা আছে। ভগবানুবাচ, তোমরা নিজেদের জন্ম সম্বন্ধে কিছুই জাননা , আমি তোমাদের বলি। যে সম্পূর্ন ৮৪ জন্ম নিয়েছে তাকেই বোঝাই। কত সহজ। সাথে ম্যানার্সও থাকা চাই। লোভ থাকা উচিত -- বেহদের বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্তির অন্য কোনো জিনিসের লোভ নয় তাই এমন কোনো জিনিস নিজের কাছে রাখা উচিত নয় যে বুদ্ধিতে থেকে যাবে। নাহলে পদমর্যাদা কম হয়ে যাবে। দেহ সহ যা কিছু আছে সবকিছু থেকেই মোহ মিটিয়ে দিতে হবে। একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোনো মানুষ যদি আসবাব বেশি রাখে তবে মৃত্যু সময়ে সেসবই স্মরণে আসবে। যে জিনিসের প্রতি মোহ বেশি থাকবে শেষ সময়ে মনে পড়বে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান কোনো জিনিস লোভ বশতঃ লুকিয়ে রাখবেনা। যজ্ঞের দ্বারা প্রতিটি জিনিষ প্রাপ্ত করতে পারো। কিছু লুকিয়ে রাখলে বুদ্ধি সেখানে আটকে যাবে। বাবার আদেশ হল -- এ হল শিববাবার ভান্ডার -- বাচ্চারা সবকিছু পাবে। এমন ভাবনা যেন না আসে অমুকের শাড়ি সুন্দর , আমিও পরি। আরে তোমরা বাবার কাছে রাজত্বের বর্সা নিতে এসেছ নাকি শাড়ির বর্সা ? যারা ভালো সার্ভিস করে তাদেরকে সবাই সম্মান করে। বলো , আমরা শিববাবার ভান্ডার থেকে প্রাপ্ত পোশাক ছাড়া কিছু পরিনা। আমরা যজ্ঞ থেকে প্রাপ্ত করি তাই বাবার স্মরণে থাকতে পারি। শিববাবার ভান্ডার থেকে এইসব প্রাপ্তি হয়েছে। নাহলে চুরি করার অভ্যেস হয়ে যায়। আরে এখানে ত্যাগ করলে ওখানে খুব ফার্স্টক্লাস প্রাপ্তি হবে। শিববাবা কখনো কখনো বাচ্চাদের পরীক্ষা করেন। দেখা যাক দেহ অভিমান কতখানি আছে। তোমাদের প্রতিজ্ঞা রয়েছে যে যা খাওয়াবেন , যা পরাবেন ইত্যাদি। মনে ভাবা উচিত এইসবই শিববাবার দান। এতখানি ফার্স্টক্লাস অবস্থা হয় উচিত। বাবার কাছে সম্পূর্ন বর্সা নিতে হলে শ্রীমৎ অনুসারে পুরোপুরি চলতে হবে। বাবার পরামর্শ অনুযায়ী চলো। বাবা মান্মা বলো তাই পুরো ফলো করো। সবাইকে পথ বলে দাও। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়েছিল , এখন আবার প্রাপ্ত হচ্ছে। স্মরণের যাত্রা করতে থাকো। বাবা বোঝান -- তোমরা যত রুস্তম অর্থাৎ বীর হবে মায়া তত জোরে আক্রমণ করবে। তোমরা সংশয় গ্রস্ত কেন হও ? কোনো কোনো বাচ্চাকে বাবা লেখেন তোমরা তো ভালো সার্ভিস করতে পারো। মায়ার ঝড় আসবে -- সারা জীবন কি ব্রহ্মচর্য থাকতে হবে ? বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধিতে এমন কথা ঘুরপাক খাবে যে বিয়ে করি , এই করি সেই করি। মায়া বৃদ্ধকেও জোয়ান করে দেবে। এমন ঘোরাবে। তোমরা ভয় কেন পাও ? যতই ঝড় আসুক , বাবাকে স্মরণ করলে রক্ষা পাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ন স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) লোভ বশতঃ কোনো জিনিস নিজের কাছে লুকিয়ে রাখবেনা। বাবার আদেশ অনুসারে চলতে হবে।

২) বাবা যা খাওয়াবেন , যা পরাবেন , একমাত্র শিববাবার ভান্ডার থেকে গ্রহণ করবে। দেহ-অভিমানে আসবেনা। মান্মা বাবাকে সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে।

বরদান :- সত্যতার সাহস দ্বারা বিশ্বাসের পাত্র হয়ে বাবা এবং পরিবারের স্নেহ ভাজন হও।

ব্যাখা: বিশ্বাসের নৌকো হল সত্যতা। হৃদয় ও বুদ্ধিতে সত্যতা থাকলে বাবার এবং পরিবারের হৃদয়ে স্বত:তই বিশ্বাস ও ভালোবাসা থাকে। বিশ্বাসের কারণে সম্পূর্ণ অধিকার তাকেই দেওয়া হয়। তারা সহজেই সকলের স্নেহের পাত্র হয়ে যায়। তাই সত্যতার সাহস রেখে বিশ্বাসী হও। সত্যকে প্রমাণ কোরো না কিন্তু সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাও তাহলেই তীব্র বেগে এগিয়ে যেতে পারবে।

শ্লোগান - সবচেয়ে বেশী বিত্তবান হল সে যার কাছে শান্তি ও পবিত্রতার খাজানা আছে।